রূপায়ন

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

(প্রথম মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৪৯)

দাম—এক টাকা

কৃষ্ণনগর, নদীয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কোন অসীমে আমি ওগো,

মিশিয়ে যখন যাবো !

এই ধরণীর যাদের সাথে,

ঘট্‌লো মিলন দিবস রাতে,—

সবার স্মৃতির সিংহাসনে,

একটু কি ঠাঁই পাবো ?

মোর রচনার ছন্দে গানে,

সুর যদি গো জাগায় প্রাণে,

এই মিনতি, মোর সে সুরে,

আমায় ক্ষণিক ভাবো।

আর যাহারা নূতন এসে,

দাঁড়াবে এই ধরায় হেসে,

তাদের সুরেও, মোর এ দিনের

গান কি আমি গাবো ?

আমার গানে তাদের মনে,

জাগাক আমায় সংগোপনে,

তাদের স্নেহ ভালবাসার

একটুখানি চাবো !

কোন অসীমে আমি ওগো,

মিশিয়ে যখন যাবো।

এতে আছে—

রূপায়ণ

রূপায়ণ

হরণ আমার মন করেছ
রূপের আবরণে,
প্রভু তোমার জগৎ বিভব
বিলিয়ে অকারণে।

চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার লীলা, এযে—
সবাই আমায় বরণ করে সেজে।
কুসুম হাসে লতিয়ে লতা ডাকে,
আমায় হিয়া মনে।
হরণ আমার মন করেছ
রূপের আবরণে।

সাগর নদী পাহাড় সম ক্ষেতে,
আমায় লভি আবেগ সুখে মেতে,
স্নেহের পরশ আমার প্রাণে আঁকে
প্রেমের গুঞ্জরণে।
হরণ আমার মন করেছ
রূপের আবরণে।

জগৎ প্রাণী দেয় যে প্রাণের সাড়া
কেউ গাহে গান, কেউ বা হাসে তারা,
চাওয়ার সুখে কেউ বা চেয়েই থাকে
এই এ আপন জনে।
হরণ আমার মন করেছ
রূপের আবরণে।

উষার আলো দেয় চোখে মোর চুমা;
নিশার কালো বলে আমায়, "ঘুমা"
জ্যোছনা রাতি ছড়ায় আমার আঁখে
স্নিগ্ধ রূপায়ণে।
হরণ আমার মন করেছ
রূপের আবরণে।

যত গান যত রূপ

যত রূপ আঁখে ভাসে গো আমার
যত গান মনে জাগে,
হেরিবারে চাহি গাহিবারে চাহি,
মরমেরই অনুরাগে।

আঁখির বাহিরে অফুরানো রূপ—
মনেরো বাহিরে কত!
সঙ্গীত ভাসে সুরেরি লহরে
যুগে যুগে অবিরত।
ধরিবারে চাহি, শকতি তো নাহি,
মন-তটে ঢেউ লাগে।
যত রূপ আঁখে ভাসে গো আমার
যত গান মনে জাগে।

যারে চিনি, যারে চিনি নাই প্রিয়,
বাসিবারে চাহি ভালো।
চেনা অচেনার কূলে বসে ভাবি
কেহ আলো কেহ কালো।
কালো আসি কেঁদে জড়ায় আমায়
আলো হাসে পুর ভাগে।
যত রূপ আঁখে ভাসে গো আমার
যত গান মনে জাগে।

মরমের কোন নিভৃতে বসিয়া
আছেন দেবতা একা।
রূপে রসে বাসে নিখিল বিশ্বে
নিত্য নব-রূপে দেখা।
সবার মাঝারে তাই দিতে চাই
অর্ঘ্য, প্রীতির যাগে।
কত রূপ আঁখে ভাসে গো আমার
কত গান মনে জাগে।

স্বপনের দেশে

ওগো রাণী, মহীরাণী !
স্বপনের দেশে আমারে এনেছে
জানি !
ওগো রাণী !

রূপের লহরী, ভেসে যায় তব বুকে,
ঘুম ঘোরে আমি, স্বপন দেখি যে সুখে,
যে দিকে নেহারি, যৌবন তব মানি ;
ওগো রাণী !
স্বপনের দেশে আমারে এনেছ
জানি !

কভু মেঘে মেঘে উড়ে অঞ্চল তব,
কভু বা শ্যামলী রূপ তব অভিনব,
কভু বা কুসুমে সাজায়েছো তনু খানি, —
ওগো রাণী !
স্বপনের দেশে আমারে এনেছ
জানি !

নহ কল্পনা তবু কল্পনা সমা!
কল্পনাতীতা তুমি মম মনোরমা,
রূপ অঞ্জনী দিলে এ নয়নে আনি,
ওগো রাণী!
স্বপনের দেশে আমারে এনেছে
জানি!
ওগো রাণী, মহীরাণী!

— —

যে ক'দিন থাকো

ফুল ফোটে, ঝরে যায় যে দু'দিন থাকে;
রূপ রস বাস দেয়, কাছে পায় যাকে।
জনম ও মৃত্যুর মাঝে যে ক'দিন থাকো,
সবা তরে হাসি দিয়ে প্রীতি-ছবি আঁকো।

—

কতটুকু দেখ্‌লো

কতটুকুই এই পৃথিবীর
দেখলো আমার এই আঁখি !
পুলক ভরে হৃদয় পটে
তুলির ঘাতে তাই আঁকি !

অরোরা তার রূপের ছটায়,
অন্ধকারে আলোক ফোটায়,
নয়ন-দ্বারে আসবে না হায়,
গল্প শুনেই চুপ থাকি।

মরুদ্যানের মোহন ছবি,
সাগর বুকের ঢেউ যত,
মেরু দেশের ধবল তুষার
স্বপ্নাতীত রূপ শত।

হিমালয়ের কুয়াস লীলায়,—
ঝর্ণা সবেগ জল যে বিলায়,
কোথাও শুধু শুষ্ক পাহাড়
বিরাট বনে রয় ঢাকি' !

জগৎ ভরা রূপের প্রভা
আমার আঁখে নাই তারা ;—
যে টুকু মোর দেখলো লোচন—
আত্ম আমি হই হারা।

বাংলা মায়ের শ্যামল কায়া,
জীবন ভ'রে ছড়ায় মায়া,
চাঁদের হাসি লুটিয়ে পলো
ভুলতে পারি হায় তা কি !

পল্লী-বনের কুসুম-ফোটা
আকাশ পটের মেঘ হেরি !
ষড়-ঋতুর মোহন ছবি
আমার আঁখে রয় ঘেরি'।

ধরা-মায়ের সকল দিকে,
ব্যর্থ চাওয়া অনিমিখে,
বাংলা মাকে দেখতে গেলেও
সব যে তারো রয় বাকি !
কতটুকুই এই পৃথিবীর
দেখ্‌লো আমার এই আঁখি।

সে আছে

সে গেছে মোরে ছাড়ি' ভেবেছি এতদিন,
না না সে যায় নি তো সে আছে হয়ে লীন,
সব খানে ! সব প্রাণে ! সব গানে !

আকাশে গুরু গুরু ডাকিছে মেঘা ওই,
আমারে সুগোপনে কত যে কথা কই,
মেঘ গানে ! গুরু তানে। মোর প্রাণে !

বিরহ ব্যথা মোর নেহারি' বুঝি ওর
ঝরালো ঝিমি ঝিম্ কাজল মেঘা ঘোর,
আঁখি বানে ! সব খানে ! ব্যথা গানে !

বিজলী চমকিয়া, আলোকি' ধরাতল,
এ বুঝি খুঁজিবার তাহারি কিবা ছল,
আলো দানে ! সবা প্রাণে ! সব খানে !

শুধু কি মেঘে মেঘে সে আছে মোর লেগে
সে আছে সব তাতে ঘুমায়ে কভু জেগে,
সব খানে ! সব গানে ! সব প্রাণে !

অন্ধ আঁখি মম তাহারে নাহি পায়
তাহা[illegible] রহি, করিছে "হায় হায়"-
[illegible] প্রাণে ! মোর গানে ! মোর ধ্যানে !

ফুলের আশা

আমার

মানস কুঞ্জে ফুটেছে ফুল,

সে যে অতুল,

সে যে অতুল !

নিভৃতে সে ফুল, স্ব-মদিরায়

বাঞ্ছিতে তার, মনে জড়ায়,

চুম্বনে তার, মিটেনা আশ

হিয়া ব্যাকুল,

হিয়া ব্যাকুল !

হৃদয় বিলায়ে, দিতে সে ধায়,

দলিয়া পিষিয়া, ছিঁড়িয়া তায়,

ভোগ সুখ মাঝে মরণে চায়,-

মিলনাকুল

মিলনাকুল !

রূপে রসে বাসে যদিন তার,
উচ্ছল রাখে, হৃদয় ভার,
সে ক'দিন বেঁচে মরিতে চায়—
বাঁচা যে ভুল,
বাঁচা যে ভুল!

মানস কুঞ্জে, ফুটেছে ফুল,
সে যে অতুল,
সে যে অতুল!

রংবাহার

জনম যখন পেলাম ভবে
মরণ তখন আসবে ঠিক।
মাঝখানের এই জীবনটুকু
যদিন থাকে রাঙিয়ে নিক
জগৎ ভরা রঙের বাজার
ভালবাসাই মূল্য তার।
ক্রয় করে নে যদিন জীবন,
প্রেম প্রীতির এই রংবাহার।

আলোক ভিখারী

তমসা বুকে মম, এস হে প্রিয়,
জ্বালিয়া ক্ষীণ আলো, আপন দেহে!
আপনি দেখায়ো পথ, ডাকিয়া নিও,
জোনাকী, সেও ভালো কাজল গেহে!

একাকী চলি পথে, আলোক নাহি—
হে প্রিয়, আলোর গান বৃথা কি গাহি!
আলেয়া, সেও ভালো নিমেষে পাবো,
লোচনে হাসির রেখা আলোক স্নেহে!

অথবা ক্ষণে এস ক্ষণিকা বেশে,
ঝলকি হেসে যাও নয়নে ভেসে,
সহিতে না পারি, তাও মূরছা ভালো,
তবু তো প্রিয় তুমি, আলোক যে হে।

বিরহী মনে মোর মিলন আনো!
যে রূপ স্বরূপ তব সে রূপ দানো,
ভিখারী আলোর আমি বিচার নাহি—
জোনাকী, আলেয়া বা ক্ষণিকা সে হে!

— ——

রঙিন আশার মাল্য

আমার গলে কে পরালো
রঙিন আশার মাল্য গো।
অমৃতেরি মধুর স্বাদে,
কণ্ঠে গরল ঢাল্‌লো গো।

আকাঙ্খার ওই রামধনুটী
মন-গগনে ভাস্‌তো না।
হাজার আশার বিজ্‌লী-মেঘে
বাল্য-আকাশ হাস্‌তো না।
মেঘের বুকে রামধনু আজ
রঙিন প্রদীপ জ্বাল্‌লো গো।
আমর গলে কে পরালো
রঙিন আশার মাল্য গো।

কখন যেন কল্পনা-লোক
স্বপ্নে এসে জাগ্‌লো হায়!
পাওয়ার চেয়ে চাওয়ার পরশ
মন কিনারার লাগ্‌তে চায়

কোন্ মায়াবী গোপন হতে
অভাব পাশা চাল্‌লো গো।
আমার গলে কে পরালো
রঙিন আশার মাল্য গো।

অভাবজয়ী মন তো ছিল
ভু-ভাব যখন চিন্‌তো না।
এই পৃথিবীর ভাব-সাগরে
জান্‌লে অভাব কিন্‌তো না।
অভাবে আজ স্ব-ভাব হেসে
যায় ভুলে তার বাল্য গো!
আমার গলে কে পরালো
রঙিন আশার মাল্য গো।

নির্ব্বাক চিন্তা

যখনি যা চিত্তে নর, তা যদি তখনি,
ব্যক্ত করে অকপটে, তবে তারি গণি.
পাগল বলিয়া সবে! তাই রহে চুপ্‌!
নির্ব্বাক চিন্তার এই ধারা অপরূপ।

আলোক মুগ্ধ

নয়ন মুগ্ধা জোছনা দীপ্তি.
এস আঁখে।
ছেয়ে যাওয়া সারা ভুবনে মন্দ
আলোক ছন্দ
রূপ আঁকে।

নদী স্রোত শিরে তোমারি আলো,
হাজারে রূপালী প্রদীপ জ্বালো;
ভাস গো চক্ষে রূপের স্বপন,
জাগরণে এ যে
ঘুম থাকে।

মন-বনান্তে পাতা লতায়,
বিটপীর মাথে রূপ মাড়ায়,
হৃদয় আমার আলোক মুগ্ধ,
জোছনা, তোমায়
মনে ডাকে।

ফুল দেবতা

আমি, মনের দেউলে দেবতা মেনেছি,
ওগো ফুল !
পূজার অর্ঘ্যে তোমারে সাজাই,
সে যে ভুল।

লভিয়া তোমায়- অনুপম তুমি,
গৌরবময় এ জগৎ ভূমি,
সুন্দর তুমি, কেহ নাহি তব
সমতুল !

রূপে রসে বাসে বাস্তব তুমি
আঁখে মোর।
মনোমন্দিরে হে মনোহরণ,
মনোচোর !

কোন্ দেবতার কোন্ রাঙা পায়ে
তোমারে রাখিব বৃথাই সাজায়ে,
তুমি যে দেবতা, নেহারি তোমায়
প্রেমাকুল।

আমি, মনের দেউলে দেবতা মেনেছি
ওগো ফুল।

যে ফোটে যখন

চিত্ত মুকুরে ফুটিল যখন,
ছবি গো।
সে ছবি ফোটাতে পাগল তখন,
কবি গো!

কত ছবি ভাসে আঁখির তারায়,
কত সুন্দর দু'হাত বাড়ায়,
কবি প্রাণে তারা, মেঘে ঢাকা চাঁদ,
সবি গো।

যখন যে আসে চুমিয়া কবির
হিয়ারে,
লীলা কেলী করে লয়ে সেই ক্ষণ-
প্রিয়ারে।

তারি ছবি আঁকি মনের ভাষায়,
তৃপ্তির স্রোতে তাহারে ভাসায়;—
ক্ষণে তারে ভোলে, নবীনা প্রেয়সী
লভি গো!

নবীনারে তবে করে আরাধনা,
হৃদয়ে !
মুছে ফেলে দেয় গত ছবি তার
নিদয়ে।

শত প্রেয়সীর অতীতের ছবি,
তুচ্ছ কবির তারা যে গো সবি ,
যে ফোটে যখন, তখনি সে, হিয়া-
রবি গো।

কর্ম্ম জগতে

কর্ম্ম, তুমি যতই কঠিন হও,
তোমায় পেতে মৃত্যু আমার পণ !
সফলতা, গুপ্ত যতই রও,
বার করে তোয় করবো আপন ধন।
বিফলতা, আসবে এস তুমি,
সসম্মানে বিদায় চির দেব !
নবোত্তম, তোমার চরণ চুমি
তোমার আলোর আলোক চিনে নেব।

সীমন্তিনী

উদয় ভানুর স্বর্ণ সিঁদুর,
পল্লীমাতা সীমন্তিনী,
আজকে উষায় আপন শিরে
পরেন আমার হৃদয় জিনি!

নারিকেল আর দেবদারুরা,
রাঙিয়ে নিলো মাথার চূড়া,
কুল গাছে ওই আলোকলতা—
উঠ্‌লো হেসে সে রঙ্গিনী।

সিঁদুর থালি প্রভাত রবি
ছড়িয়ে দিল শ্যামল বনে,
লজ্জা-লালে বন-রূপসীর
ঘোমটা খসে সংগোপনে।

ঝোপ ঝাড়ে আর দূর্বাঘাসে,
শিশির বুকে কিরণ হাসে,
বন-বালাদের শ্যামল মেয়ে,
মুক্তা সাজে আনন্দিনী!
পরেন উষার স্বর্ণ সিঁদুর
পল্লীমাতা সিমন্তিনী॥

তোমার তরী

আমার নদীর প্রথম খেয়ায়
দেখেছিলাম তোমার তরী।
ঢেউয়ের মাথায় পালটি তুলে
আসতেছিলে হাওয়ায় ধরি।

হাওয়া হঠাৎ বইল উজান
তরী তোমার ডুবলো জলে ;
তলিয়ে গেলে কোন অসীমে
আমার নদীর অতল তলে।

স্রোত তো নদীর চল্‌লো সমান,
বুকের মাঝেই রইলে পড়ি।
জীবন-নদীর পারের খেয়ায়
ভাস্‌লো না আর তোমার তরী।

তবু তুমি নিবিড় হ'য়ে
রইলে আমার অন্তরেতে ;
সব চেনাদের বাইরে যেথায়
দিলাম তোমার আসন পেতে।

অন্ধকারে ঝুম্‌কো হেনার
গন্ধ তখন পড়লো ঝরি,
আমার নদীর প্রথম খেয়ায়
দেখেছিলাম তোমার তরী।

চেয়ে থাকা

চেয়ে থাকা আশার পথে
চেয়ে থাকাই ছলায় রে।
আগত কোন স্মৃতির বায়ে
হিয়ার কুসুম টলায় রে।

কোন্ গোপনের আড়াল হ'তে
কাজল পাখী গায় 'কুহু'!
উদাস আঁখির চমক ভাঙে
আনমনা সে কয় 'উহু'!
চৈতী-হাওয়ায় লুটিয়ে পড়া
আঁচল খানি ঝোলায় রে।
অ-গোছালো চিকুর গোছা
কাঁচল পরে দোলায় রে।

কাল-বোশেখীর ঝঞ্ঝা বায়ে
দয়িত-হারা মন উড়ায়।
বর্ষা দিনের প্লাবন সাথে
দরদী তার আঁখ ঝুরায়।
রঙিন আশা বৃথাই শুধু
দোদুল দোলে দোলায় রে।
রূপ-সভাতে যায় না পাখী
রয় সে আপন কুলায় রে।

শরৎ দিনে শিউলি ঝরে
হেমন্ত আর শীত আসি,
বেদন ব্যথায় কাঁপায় হিয়া
মিলন আশা তার নাশি !
উদাসীনের গানখানি তার
নিদ্-ভাঙা আঁখ খোলায় রে
আগত কোন সুখের ছবি
শিহর-ব্যথা ভোলায় রে।

— —

জার লাঙ্কঃ

ঠাকুর পূজায় একান্ত মন,
পুষ্প ধূপ আর চন্দনে।
গর্ব্বে ভরা বক্ষে ওরা,
ব্যস্ত দেবেশ বন্দনে;
জগৎ প্রাণী তুচ্ছ এদের,
হায় রে এদের অর্চ্চনা ;
শিল্প ছেড়ে শিল্পী পূজা,
পূজায় একি লাঞ্ছনা!

প্রভাতী আলোক

জীবনানন্দ প্রভাতী আলোক
নিদ্ ভাঙ্গা আঁখে চুম্বিলো।
গত নিশীথের স্বপন কুহেলী,
জাগরণ মুছে আজ দিলো।

জাগর-ধরণী করে আহ্বান,
অভিনন্দন দেয় গাহি গান,
পশু-পাখী-কীট-লতা-পাতা-ফুল
ঘুম ঘোরে যারা কাল ছিল

এ ধরার প্রাণী বন্ধু আমার
হৃদয়ের সনে এক তারা,
গত রজনীতে এক সাথে ছিল
ঘুমায়ে মোদের আঁখ তারা।

আজি এ প্রভাতে সবে সবা সাথী,
মিলে পুনরায় উৎসবে মাতি,—
জীবনোৎসব প্রভাতী আলোকে—
আলোক আমার মন নিলো।

ঝলকি চলিছে নদী-স্রোত-বীচি,
যাত্রা মোরাও সুরু করে দিছি,
অজানার দিকে চাহি অনিমিখে,
যত বেলা রহে ভাতি,
ওগো সাথী, মম সাথী !

ধীরে ধীরে ধীরে দিবা এতো যাবে,
গোধূলির পর সন্ধ্যা ঘনাবে ;
মিলনে ত্রাসিয়া বিরহ আসিয়া,
নিভাইবে হিয়া বাতি,
ওগো সাথী, মম সাথী !

তাই এস সাথী, যে ক'দিন হায়,
পথের পরশ, পথে না মিলায়,
গাহি আর যাই, উভ মুখ চাই,
হিয়া ফুল মালা গাঁথি,
ওগো সাথী, মম সাথী !

মিনতি

এই মিনতি, তোমার পায়ে জানায় আমার মন,
ওগো প্রিয়, ওগো আপন জন!

মন-কাননের কুঞ্জ বনে,
কোকিল যখন ডাক্‌লো না।
মন-আকাশে ইন্দ্রধনু
যখন ছবি আঁক্‌লো না—
তখন, সব আকুতি, সব মিনতি,
তোমার পায়ে জানায় আমার মন!
রঙ্গে গানে পূর্ণ করো আমার এ জীবন,
ওগো প্রিয়, ওগো আপন জন!

পোষ প্রভাতের কুহেলিকা,
ঢাক্‌লো যখন আলোর শিখা,
যখন, নিশীথ রাতের কল্পনিকা,
আমায় ছেড়ে থাক্‌লো না—
তখন, সব আকুতি, সব মিনতি,
তোমার পায়ে জানায় আমার মন!
থির করে দাও, আলোক করো, আমার এ জীবন,
ওগো প্রিয়, ওগো আপন জন!

এই মিনতি, তোমার পায়ে জানায় আমার মন,
ওগো প্রিয়, আপন জন !

মন-বিটপীর পত্র-শোভা
হিমেল বায়ু রাখলো না !
শাখার বুকে সবুজ পাতা
যখন আজো জাগলো না,
তখন, সব আকুতি, সব মিনতি,
তোমার পায়ে জানায় আমার মন !
সবুজ করো, পাতায় ভরো, আমার এ জীবন,
ওগো প্রিয়, ওগো আপন জন !

শিহর লাগা দীরঘ রাতে,
যখন কাটে বেদন সাথে,
যখন, কুজ্ঝটিকায় উদয়-ভানু
পোষের উষায় রাগ্‌লো না—
তখন, সব আকুতি, সব মিনতি,
তোমার পায়ে জানায় আমার মন !
শিহর হরো, মধুর করো, আমার এ জীবন,
ওগো প্রিয়, ওগো আপন জন !

—— ঃ*ঃ ——

পান্থ শালায়

পান্থশালায় তার পরিচয়,
আমার সনে,
বন্ধুবিহীন কোন্ অজানার
বিজন বনে।

অন্ধকারের আবছায়াতে,
পরশ লভি তার কায়াতে,
চমক জাগায় কোন্ মায়াতে
এ মোর মনে!

নীরব আমার বীণার তারে
কোন্ মাধুরী,
আঘাত দিয়ে বাজিয়ে করে
কোন্ চাতুরী!

মনের বীণা ঝঙ্কারে তাই,
মুগ্ধ আঁখে, চাই ফিরে চাই!
স্বপ্নসম তায় ক্ষণ পাই
হারাই ক্ষণে!

আশার আলোক

আশার আলোকে, রঙ্ লাগে আঁখে,
মন তারে বাসে ভালো।
কুহেলি সরায়ে মাধুরী জড়ায়ে,
আসে দূরাগত আলো!

অতীতের যত নীরব কাহিনী,
স্বপনের মত বুঝি তারে চিনি,
আজি সেই ধারা বেদনবাহিনী—
ঘনায় তমসা কালো।
আশার আলোকে রঙ্ লাগে আঁখে,
মন তারে বাসে ভালো!

মন নাহি চায়, দাঁড়ায় পিছায়,
আগু যেতে আলো জ্বালে।
সে আলোর দাহ, অনল প্রবাহ
আশার লাল্‌আভা ঢালে!

সম্মুখে যত আসে দূর ভবি',
অনল-প্রবাহ নিবে যায় সবি,
আশা মরীচিকা হেরে দূর-ছবি
বলে মনে, রঙ্ ঢালো !
আশার আলোকে রঙ্ লাগে আঁখে
মন তারে বাসে ভালো !

পথিক প্রতি

আলোক হলেই দিবস নহে,
আলেয়াতেও দিচ্ছে তা' !
তাই হে পথিক যা ভাল হয়,
কোরো তোমার ইচ্ছে যা !
মরুভূমে সলিল দেখা
এ ঘটনা নিত্য যে !
তাই হে পথিক, ইচ্ছে হলে
রেখো সজাগ চিত্ত রে ॥

আলোর বাণী

অন্ধকারে আলোর বাণী,
স্বপ্ন বেদন সুরেলাতে,
বিস্মরণীর স্মৃতির মত,
গুঞ্জরিছে ঘন-রাতে।

অতীতে ফোটা জোছনা আলো,
মানসী পটে আজি জাগালো ;
জীবন যেন হুতাশ ব্যথা—
তম-নিশীথের অ-বেলাতে।
অন্ধকারে আলোর বাণী,
গুঞ্জরিছে ঘন-রাতে।

এই তামসীর বন্ধ আঁখে,
কোথা যে আলো কে আলো ডাকে,
কুহেলি তম নিকষ কালো,
বৃথা এ প্রাণে চায় ভোলাতে।
অন্ধকারে আলোর বাণী,
গুঞ্জরিছে ঘন-রাতে।

আঁধিয়া ভাসে নীকটে দূরে—
ঘুমে জাগরণ মরিছে ঘুরে,—
গহীন রাতে প্রাভাতি ভাতি
ভাসিয়া ওঠে আঁখি পাতে!
অন্ধকারে আলোর বাণী,
গুঞ্জরিছে ঘন-রাতে।

সুখের মাপকাটী

সুখ-সাগরের অমৃত নীর,
পান যে করে নিত্য, তার
সুখ-মহিমার সবটুকু হায়,
বুঝতে পারা হয় যে ভার!
দুখ-সাগরের লবন-জলে
নিত্য ডোবা হৃদয়টুক্,
বারেক পেলে অমৃত স্বাদ,
প্রাণ ভরা তার আসবে সুখ।

এই মোহনায়

জীবন-নদীর এই মোহনায়,

সাথীর সাথে কাটছে দিন!

ওপারের ওই আঁধার তীরে,

সবাই যে রে আজ অচিন!

খেয়ায় খেয়ায় একটী দুটি,

যাচ্ছে যারা,

ওই ওপারে হায়,

তাদের যদি পায়ে লুটি;—

খবর তারা দেয় না মোরে,—

ওপার আলোর রশ্মি ক্ষীণ

জীবন-নদীর এই মোহনায়,

সাথীর সাথে কাট্‌ছে দিন।

এই এ পারের হাজার সাথী,

আমায় ভাল বাস্‌লো যে!

এদের নিয়েই কাট্‌লো দিবস,

পরাণ আমার হাস্‌লো যে!

ওই ওপারের অজান-বাণী,
ভুলিয়ে দিতে,
আজকে তারা চায়,
তবু কাজল তীর খানি,
ভাবনা আনে আমার মনে,
এপার আলো হয় যে ক্ষীণ !
জীবন-নদীর এই মোহনায়,
সাথীর সাথে কাট্‌ছে দিন !

পাঁচ-রঙা এই হাজার সাথী,
সাত সুরে আজ গান শুনায়,
ভুলিয়ে দিয়ে ওপার-বাণী,
মায়া-সূতার জাল বুনায়।
আবছায়া রূপ অপর তীরে—
তাও যে বিলীন
হয় এ মনে হায়,
সবাই রহে আজ ঘিরে !
ভুলে যে রই, ডাক্‌বে কবে,
ওপার খেয়া বাজিয়ে বীণ !
জীবন-নদীর এই মোহনায়
সাথীর সাথে কাট্‌ছে দিন !

কাল বৈশাখী

ঝঞ্ঝা আসে ধেয়ে,
বিটপী মাতায়ে,
অট্ট হাসি হাসে,
দামিনী !

গর্জ্জি উঠে ওই
ধূসর ঘন ঘটা,
অন্ধকার হলো
মেদিনী !

স্তব্ধ ছিল দিবা
ভীষণ ভানু তাপে,
ক্লান্ত স্বেদ তনু
মলিন মনে জাপে,

দীর্ঘ ক্ষর বেলা
আকুল তৃষা লয়ে
স্পর্শ পাবে কবে
যামিনী !

ত্রস্তে আসে তাই
বেদনা মোছাতে
মর্ম্মভেদী ও যে
হাসিয়া :

বৈশ্বানর তেজে,
এ কাল-বৈশাখ,
সর্ব্বনাশা রূপে
ত্রাশিয়া !

শান্তি দিতে আসি
দিনেরই তাপ হর,
অন্ধকারে ধরা
তরাশে জর জর।

অভ্র সহ ঝটি
আলেখ্য প্রলয়ের
বিদ্যুৎ সাথে ভীমা-
রাগিনী !

জল উৎসব

বরষা মেদুর ভব-মন্দিরে
জীবন অতিথি এসো !
কাজলের বুকে সবুজোৎসবে
যোগদান করি হেসো !

প্রকৃতি গেঁথেছে মালা বনফুলে,
তোমার কণ্ঠে উঠুক তা দুলে,
রজনীগন্ধা-যুথী-হেনা ফুলে
হে অতিথি ভাল বেসো।

ধরাপরে ঝরে বরষার ঝারি
মিলায়ে কুসুম বাসে।
স্নান কর প্রিয় জীবন-বন্ধু,
আজি এ আষাঢ় মাসে।

নব-যৌবন উন্মেষ খণে,
শ্যামলীর শোভা নেহারো নয়নে
অজি উছলিত জল-উৎসবে
হে আমার প্রিয় এসো !

শ্যামল শোভার ফুলঝুরি

আজ শরতের বনে বনে,
শ্যামল শোভার ফুলঝুরি।
লতিয়ে লতা প্রিয়ার মত,
রয় বিটপীর মন জুড়ি'।

আমের শাখে বন-লতিকা
হলুদ মাখা ফুল ফোটায়!
মাঙ্গলিকের রঙ্গ শুযে
মধুপ হেসে তায় লোটায়!

শ্যামল শোভার পদ্ম বনে
গন্ধে রূপে ফুল কত;
ভরা দীঘির কাল জলে
উর্দ্ধ মুখী কেউ নত।

এমন দিনে মন-প্রিয়া মোর
প্রাণ-প্রিয়রে দেয় চুমা;
রূপায়নের রূপ ফোটে তায়
শ্যাম শোভাময় সব ভূমা!

হেমন্তে

টুপ্ টুপ্ ঝরে আজ, শিশির ফোঁটা,
রবির আলোকে ওই, ঝলকে লোটা !

ধুয়ে গেছে গাছ পালা, নীহার জলে,
শ্যামলী কাজলী রূপ, নয়নে ঝলে।
গোপনে নিশীথ রাতে, ধোয়ায়ে দিল।
প্রকৃতি আপন রূপ, ফোটায়ে নিল।
উষার লগনে তার জাগিয়া ওঠা !
টুপ্ টুপ্ ঝরে ওই, শিশির ফোঁটা !

টুনটুনি পাখী এক পাতার আড়ে,
বসে ওড়ে ! বসে ওড়ে ! খুঁজিছে কারে ?
মৃদুল শেফালী বাস বাতাস বুকে,
ভেসে আসে হিমেলীর সোহাগ সুখে,
হেমন্তে মৃদু শীত শিহর ফোটা,
টুপ্ টুপ্ ঝরে ওই, শিশির ফোঁটা !

—— — ——

শীতল প্রবাহে

শীতল প্রবাহে তনু প্রভাত বেলা,
হি হি থরো কম্পিত পরশে তব।
কুয়াসা ছড়ায়ে নভে খেলিছে খেলা,
তোমার প্রকৃতি এ যে কি অভিনব।

কভু বা দারুণ জ্বালা নিদাঘ কালে,
কভু বা ঝরণ নামে জগত ভালে,
কভু বা শরৎ শোভা গগনে বনে,
ফাল্গুন প্রেম কভু কত বা কব।

জর জর কায়া মম শীতালী রাগে,
তবু মন জানে ও তো চির না রবে।
ঝরে যাওয়া বিটপীর শূন্য শাখে,
নব কিশলয় পাতা আবার হবে।

রূপসী ধরারে তুমি আপন মনে,
সাজাও নানান বেশে যতন সনে,
তুহিন শীতল ছোঁয়া তোমারি দেওয়া
বরণ করিয়া তায় হৃদয়ে লব।

শীতালীর নিদ্ টুটেছে

স্বপন টুটিল ফাগুন হাওয়ায়
কুহু কুহু ডাকে, কাননে কে গো।
শীত অবসানে নিদালী আঁখিতে
ছোঁয়া দিয়ে যায় আননে যে গো।

এহিয়া ভরায়ে আনিয়াছে হাসি,
আজি মধুদিনে প্রীতিসুখে ভাসি,
নব কিশলয়ে কল্পনালেখ
ফুটে ওঠে আজি নয়নে যে গো।

দখিনা পবন দেয় উঁকি ঝুঁকি
মিলনের লাগি মরমে বুঝি।
ফাগুনের এই প্রথম প্রভাতে
হৃদয় মরিছে হৃদয়ে খুঁজি।

প্রথম প্রণয়ে কিবা অনুরাগি,
তন্দ্রা টুটায়ে উঠিয়াছে জাগি,
নব ফুলবনে বাসন্তিকা যে,
শুভ মিলনের ধরমে সে গো।
শীতালীর নিদ টুটেছে আমার
উষ্ণ প্রেমের পরশে যে গো।

—— ✽ ——

মধু দিনে

মাধবী বালা আজি জোছনা রাতে,
হেনার সাথে ওগো চৈতী বাতে,
ছড়াইল বাস তার স্বপন সম !
মধুদিনে প্রেমলীলা মধুরতম।

চামেলী যুথী সনে মালতী বেলী,
নিশীথ কালে ওগো করিল কেলী।
সমীরণ বুকে ভাসি কি মনোরম।
মধুদিনে প্রেমলীলা মধুরতম !

চমকি উঠে ডাকি কোয়েলা বঁধু,
রভসে বুঝি প্রাণে ঝরায়ে মধু,
নেহারি চকোর চাঁদে মিলন রম !
মধুদিনে প্রেমলীলা মধুরতম।

দখিনা বায়ু বহে সোহাগে মাখা;
মাখিয়া প্রীতি ভরা আলোক রাকা,—
ধরাবাসী রতিপদে করিছে নমঃ।
মধুদিনে প্রেমলীলা মধুরতম !

বাসন্তিকা

একি সঙ্গীতে ভরা ধরাতল !

প্রকৃতির একি লীলা এ,
যৌবন দেছে বিলায়ে,
স্থলে জলে আর গগনে কাননে
রূপ প্রভা করে ঢলঢল্ ।
একি সঙ্গীতে ভরা ধরাতল !

অন্তবিহীন রূপ-কায়া,
জাগ্রত যেন মোহ মায়া,
বিরাগী মনেও ছোঁয়া দিয়ে যায়
বাসন্তিকার শতদল !
একি সঙ্গীতে ভরা ধরাতল ।

বাঁচতে হলে

জগৎ বুকে বাঁচতে হলে,
ভালবাসা চাই প্রাণে ;
ভালবেসে বাঁচতে পারিস,
তবেই বাঁচার হয় মানে ।

দোল দিল

দোল দিল, দোল দিল—
দোল দিল এক বুল্‌বুলি।

ঝুম্‌কো হেনার ঝুপ্‌সি লতায়
দোল দিল এক বুল্‌বুলি
সাঁঝ লগনের সান্ধ্য ছায়ে
ডাক্‌লো কারে দিল খুলি

দিনের শেষে এই নিরালায়,
গান গেয়ে সে আপ্‌না বিলায়।
মুখর করে গোপন কুলায়
আহ্বানেরি সুর তুলি,—
"কোথায় পিয়া, কোথায় পিয়া—"
হায় কি প্রিয়া রয় ভুলি!

স্বপন-মাখা রাতের বাসায়
একলা রবে কিসের আশায়,
দীর্ঘ শ্বাসের বেদন ভাসায়—
বাইরে ভাসে গানগুলি!
মনের ব্যথায় সাঁঝের আকাশ
রঙিন ঢেউয়ে যায় দুলি!

রূপালীর আলোক ছায়া

রূপালীর আলোক ছায়া
বিছায় মায়া
মোর এ বিজন কুঞ্জবনে।

স্বপনের ওই রাকালোক
জাগায় পুলক
কোন মিলনের গুঞ্জরণে।

মিছু খুঁজি মোর দয়িতা,
নিরজনে মর্ম্মগীতা,
ভেসে যায় আঘাত দিয়া,
বৃথা বায়ু সঞ্চরণে।

না না না, নয় তো বৃথা,
বন বালা মোর দয়িতা,
জোছনায় লুকোচুরী,
খেলে মোর অন্ত-মনে।

পান্থ আবাহন

ও গো, এস এস এই বাসে !
কেহ পর নাই হেথা ভাই,
যে-ও ক্ষণতরে আসে !

এ যে গো পান্থশালা,
হেথা জ্বলে প্রেম আলা,
অবারিত দ্বার হাসে,
ভেদ কারে নাই হেথা ভাই,
যে-ও ক্ষণতরে আসে !

দুটি দিন তরে আসি,
রাখি যাও মৃদু হাসি,
রেখে যাবে কিছু যা সে
হৃদে ক'রে তাই রবে ভাই,
যে-ও ক্ষণতরে আসে !

প্রভাতে দুপুরে সাঁঝে,
প্রীতি ভালবাসা রাজে,
মরম বেদনা নাশে
কিছু দুখ নাই, হেথা ভাই
যে-ও ক্ষণতরে আসে !

সবার মাঝে

প্রিয় তোমায় স্মরণ আমি
করতে যখন চাই,
শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে
নাই যে তুমি নাই !

হুতাশ মনে বেদন সাথে,
ব্যথার গানে হৃদয় মাতে,
জল-ভরা মোর উদাস আঁখে,
তোমায় তখন পাই !
সিংহাসনে নয় তো প্রিয়
রও যে সকল ঠাঁই !

ঘৃতালোকে উজল করা
পুণ্য দেবালয়,
অগুরু ফুল চন্দনেরি
গন্ধে আকুলয় !

সবায় ছেড়ে সেথায় চাহি,
সুর উঠে হায় "নাহি নাহি"—
প্রিয় তোমায় না পাই যখন
তখন সবায় চাই!
সবার মাঝে তোমার হাসি
অমনি প্রিয় পাই।

সত্য মিথ্যা

বৈজ্ঞানিক কহে, "ওরে, চাঁদে নাহি আলো!
রবির কিরণ-বিম্ব আসে ধরা বুকে;
মিথ্যা তার মোহনিয়া ভাতি!"

কবি ভাবে, "হোক মিথ্যা; মিথ্যা মোর ভালো,
সত্য বলি' মিথ্যারূপ পান করি সুখে,
—যুগে যুগে জোছনিয়া রাতি!'

একাকী

বিজন পথে চলি,
সাথী কি কেহ মোর,
অসীম নদী স্রোতে,
একা কি ভেলা মোর,

'একাকী' বলে মুখে,
ঘেরিয়া লয়ে চলে,
বিটপী মর্ম্মর,
আমারে বলে 'আছি'

যত না নিরজনে,
হাজারো সাথী পাই,
আ-ভানু ধূলি কণা
গোপনে আসে বুকে,

নদীর স্রোত যায়,
বলিয়া দেয় মোরে,
উপরে নীলাকাশে,
চির ভো তারে বুকে,

একাকী আমি কী?
নাহি গো?
অজানা দূরে কোন,
বাহি গো!

'না-না-না' বলে মন!
আমারি নিজ জন,
পাখীর কলগান,
গাহি গো!

রহি গো একাকী,
আমি যে!
সবে যে আত্মীয়;
নামি যে!

গাহিয়া 'কুলুকুল,'
'করিনা পথ ভুল,'—
বিলায়ে দেছে শ্বাস,
চাহি গো!

আমার গীতি

মন-বীণার এই মর্ম্ম তারে
যে সুর ছিল সংগোপনে।
সে সুর সবাই বাজিয়ে এলো,
শ্রুতির দ্বারে ঝঙ্করণে।

আমার বুকের গোপন বাণী,
সবাই গাহি কয় যে, 'জানি'
নিকট দূরে হয় ধ্বনিত
বিশ্বধ্বনির সঞ্চরণে।

আমার বুকের বীণার তারে
গোপন ছিল একটী গীতি,—
প্রেম পারাবার মাতিয়ে তুলে
চাই জানাতে সবার প্রীতি।

আজ সহসা বিশ্বে চাহি,
দেখনু সবাই উঠ্‌ছে গাহি,
আমার বুকের প্রেম-গীতিকাই—
দায় হলো আঁখ সম্বরণে।

অনন্ত রেশ

জীবন বীণার তার ছেঁড়ে গো যবে,
এই ধরণীর ধূলার 'পরে,
দেহীর দেহ লুটিয়ে পড়ে'
স্বপন হয়ে যায় মিশায়ে,
পরমাণুর ভবে।
প্রাণ হারা কি সর্ব্বহারা—
রিক্ত সে কি তবে ?
জীবন-বীণার তার ছেঁড়ে গো যবে !

যাদের ছিল কান্না হাসি বাঁধা,
প্রাণ ভোলানো বীণার তারে ;
—ঝন্‌রণিতো বারে বারে ;
যাদের বুকের ভালবাসা
বীণায় ছিল সাধা ;
সে আজ যদি ছিন্ন হয়ে
পায় সুরেলায় বাধা,
তার তবে কি মিথ্যা সে সুর সাধা ?

ঝঙ্কারিতো জীবন-বীণা যবে।
এই ভুবনের সকল গীতি,
সবার মনের সকল প্রীতি,
স্বপন-মধুর ঐ বীণাতে
ছড়িয়ে যেতো ভবে!
'যেতো,' এতো মিথ্যা ভাষণ—
চিরন্তন-ই রবে,
গীতি-শেষের অনন্ত-রেশ তবে।

ভুলিবার ছলে

ভুলিবারে চায় ক্ষণে ক্ষণে যারে
মনে পড়ে তারে ততবার।
ভুলিবার ছলে নিশি দিন তারে
স্মরণে আনে গো শতবার।
যার স্মৃতি শুধু ধীরে ধীরে মোছে
সে নামাতে পারে স্মৃতিভার।
ভুলিবারে চাওয়া চির বৃথা হায়,
এর নাহি কোন প্রতিকার!

সুন্দর তুমি

সুন্দর তুমি তাই !
স্বপনে মানিয়া জাগ্রত সম,
মোহিনী মহীর মায়া মনোরম,
অরুন-আঁখে চাই ।
আমি, মোহ-অঞ্জনে দু আঁখি আঁকিতে,
ধরিয়াছি তুলিকাই !

বুঝি বা রূপের ফুল ডালি লয়ে,
ঊষসী-শোভার নব কিশলয়ে,
দরশন তব পাই ।
মম, নয়নের কোণে ছোঁয়া দিয়ে গেছ,
বন্দনা ভুলি নাই !

আঁধার ঘনায় সন্ধ্যার ক্ষণে,
তারকারা জাগে স্বপ্ন-শয়নে;—
সুন্দর তুমি তাই !
আমি, তমসার তীরে নেহারি তোমারে,
অঞ্জলি দিতে চাই ।

আমায় ডাকে

ওই ওপারের শ্যামল রেখা,
আমায় ডাকে, আমায় ডাকে!
সাঁঝ লগনে নয়ন পটে,
মন, কুহেলীর আলেখ আঁকে।

সব চেনা এই সবুজ সাথী,
ছাড়তে না চায় দিবস রাতি,
এ পারের এই আপন সবাই,
ভালবাসায় ভুলিয়ে রাখে!
আবছায়া ওই ওপার তবু,
আমায় ডাকে, আমায় ডাকে!

হায় গো হেলা করতে পারি,
নাই যে আমার, ক্ষমতা নাই!
অজানা ওই ডাকের দিকে,
তাই বারে বার ফিরিয়া চাই।

সব পাওয়া এই ধরার বুকে,
জনম জনম রইব সুখে,
ওই ওপারে যাব, আবার
আসবো, মরম আশা রাখে।
কাজল কালো আঁধার ওপার
আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।

কামনা

জগত-ভরা রূপের ছবি
　　আঁকতে চাহি তুলির তলে।
নিত্য নব নূতন ছবি
　　এগিয়ে আসে পল্ বিপলে।

জীবন ভরে' রূপ এঁকে যাই,
চাইব ফিরে সময় তো নাই,
প্রাণ-সবিতা চলছে ছুটে,
　　আমার কালের অস্তাচলে :

অস্ত হবে ওই রবি গো,
　　আমার শেষের আকাশ কূলে।
আঁধার রাতেও ফুটবে ছবি
　　জগত বুকে দোদুল দুলে!

ভানুর ভাতি রইবে না মোর,
স্তব্ধ হবে তুলির আঁচোড়।
আঁকবো ছবি এই কামনা,
　　তাই যে কদিন আলোক জ্বলে